



335185 - দু'জনরে মাঝে চ্যালঞ্জেজমূলক প্রত্যাগেগিতার হুকুম, যদি পুরস্কার দর্শকদরে পক্ষ থেকে দয়ো হয়

প্রশ্ন

নমিন্দেকত লনেদনেরে বধিন কী? এটা কি হারাম জুয়া বা বাজি ধরার মাঝে পড়বে? মোবাইলে সরাসরি সম্প্রচার হয় এমন একটা প্রোগ্রামে দুজনরে মাঝে চ্যালঞ্জেজ ছুঁড়ে দেওয়া হবে। চ্যালঞ্জেজরে ধরন নমিনরূপ: ১. চ্যালঞ্জেজরে নরিদষ্টি সময়সীমা থাকবে, যটো চ্যালঞ্জেজ গ্রহণকারী উভয় ব্যক্তি এবং চ্যালঞ্জেজে উপস্থিতি সবার জানা থাকবে। ২. চ্যালঞ্জেজ শুরু করার আগে দুজনরেই ব্যালনেস হবে শূন্য। ৩. চ্যালঞ্জেজরে শুরু থেকে শেষে পর্যন্ত উভয়েরে ব্যালনেস উপস্থিতি সবার কাছে দৃশ্যমান থাকবে। ৪. চ্যালঞ্জেজ শুরু হলে উপস্থিতি য়ে কটে চাইলে চ্যালঞ্জেজ গ্রহণকারী দুজনরে একজনকে হীরা দতিে পারবে যটো চ্যালঞ্জেজকারীর ব্যালনেসে যুক্ত হবে; যাতে তাকে জতিয়িে দতিে পারে। ৫. চ্যালঞ্জেজ গ্রহণকারী দুই ব্যক্তরি মাঝে বজিযী হবে ঐ ব্যক্তরি যার ব্যালনেস প্রোগ্রাম শেষে অন্য জনরে চাইতে বেশি হবে। ৬. চ্যালঞ্জেজ গ্রহণকারী দুজনরে মাঝে কটে হীরা দতিে পারবে না, শুধু উপস্থিতি অন্যান্য ব্যক্তরি হীরা দতিে পারবে। হীরা এখানে কিছু ভারচুয়াল জনিসি য়েগুলো আসল অর্থ দয়িে কনো যায়, অথবা প্রোগ্রামরে ভতেরে অন্যান্য পন্থায় অর্জন করা যায়।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

অধিকাংশ ফকীহরে মতে উট, ঘোড়া বা তীরন্দাজরি প্রত্যাগেগিতি ছাড়া অন্য কছির ক্ষতেরে পুরস্কার, অর্থ বা অন্য কিছু বনিমিয় হিসেবে দেওয়া জায়যে নহে। কটে কটে এই বধৈতার মাঝে অন্তর্ভুক্ত করছেন কুরআন, হাদীস, ফকিহসহ দ্বীন প্রচারে সহায়ক সব ধরনেরে প্রত্যাগেগিতি।

উক্ত বিষয়ে মূল দলীল হল একটা হাদীস যা আবু দাউদ (২৫৭৪), তরিমযী (১৭০০) ও ইবনে মাজাহ (২৮৭৮) বর্ননা করছেন। তরিমযী হাদীসটকিে হাসান বলছেন। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ননা করনে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলনে: “তীর, ঘোড়া এবং উট ছাড়া অন্য কছির প্রত্যাগেগিতিয় পুরস্কার নহে।” শাইখ আলবানী তার ‘সহীহ আবু দাউদ’ ও অন্যান্য বইয়ে এটাকে সহীহ বলছেন।

হাদীসে سبق (সাবাক) বলতে বোঝানো হয়ছে প্রত্যাগেগিতিয় বজিযী ব্যক্তরি জন্য য়ে পুরস্কার বা প্রাপ্য নরিধারণ করা হয়।



সন্দি রাহমিহুল্লাহ বলেন: “খাতাবী বলেন: প্রত্যাগতির মাধ্যমে অর্থ নেওয়া শুধুমাত্র এই দুই ক্ষেত্রে হালাল হবে।  
ক্ষেত্র দুটি হলো: উট ও ঘোড়া। এই দুটির সাথে যুক্ত করা হয়েছে এই দুটিরই কাছাকাছি বস্তু তথা যুদ্ধাস্ত্র। কারণ  
এগুলোতে পুরস্কার দেওয়ার মাধ্যমে জহাদে প্রতি উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহী করে তোলা হয়।”[হাশিয়াতুস সন্দি আলা সুনান ইবনে  
মাজাহ: (২/২০৬) থেকে সমাপ্ত]

পুরস্কারটা প্রত্যাগীদে অর্থ থেকে হোক কিংবা তৃতীয় পক্ষ থেকে হোক, এতে কোনো পার্থক্য নেই। এগুলো সবই  
নষিদিহ; কেবল তিনটি ক্ষেত্র ছাড়া যগুলোর কথা সরাসরি দলিলে উদ্ধৃত হয়েছে এবং যা কিছুকে ইসলামে সাহায্য হিসেবে এ  
তিনটির অধিকৃত করা হয়েছে। কিন্তু প্রত্যাগীদে যদি হয় প্রত্যাগীদে অর্থ থেকে, তাহলে সটো জুয়া। আর যদি হয়  
অন্যদে অর্থ দিয়ে তাহলে সটো জুয়া নয়; তবে হারাম। কারণ সটো নষিদিহ কাজে বনিমিয়।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই প্রত্যাগীদগুলো অনুপকারী বিষয়ে হয়ে থাকে। এমনকি হারাম বিষয়েও হয়ে থাকে। যমেন: গান বা  
অন্যান্য। হারাম বিষয়ে অর্থ ব্যয় করা জায়যে নেই। বুদ্ধিমিন ব্যক্তি নিজের সম্পদ শুধু এমন কাজেই ব্যয় করে যাত  
উপকার আছে। সুতরাং এমন প্রত্যাগীদ হারাম হওয়ার এটা আরকেটা কারণ।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া বলেন: “যদি দুই প্রত্যাগীর একজন অথবা তৃতীয় কটে বনিমিয়া দেয় তাহলে সটো পুরস্কার  
প্রদানের আরকেটা রূপ। তদুপরি এটা করতে নষিধে করা হয়েছে। কেবল বৈধতা দেওয়া হয়েছে এমন ক্ষেত্রে যাত উপকার  
রয়েছে। যথা: উট বা ঘোড়দোড় কিংবা তীরন্দাজি। হাদীসে এসছে: “ঘোড়া, উট এবং তীর ছাড়া অন্য কিছু প্রত্যাগীদে  
পুরস্কার নেই।” কারণ দ্বীন ও দুনিয়ার যে কাজে কোনো উপকার নেই তাত অর্থ ব্যয় করা নষিদিহ; যদিও সটো জুয়া না  
হয়।”[মাজমুউল ফাতাওয়া (৩২/২২৩) থেকে সমাপ্ত]

সুতরাং এমন চ্যালএঞ্জমূলক প্রত্যাগীদে পুরস্কার দেওয়া হারাম, যদিও সটো দর্শকদে পক্ষ থেকে হয়ে থাকে।

আল্লাহ সর্বজ্ঞ।